হেলিকপ্টারে চড়ে বিয়ে করতে গেলেন ছাত্রলীগ নেতা

হেলিকপ্টারে চড়ে বিয়ে করেছেন কুমিল্লার লালমাই উপজেলার বাঘমারা উত্তর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি নাছির উদ্দিন মির্জা। গতকাল বুধবার নিজ গ্রাম দুতিয়াপুর থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে পার্শ্ববর্তী চন্ডিপুর গ্রামে বিয়ে করেন তিনি।

বিয়েতে বরযাত্রী ছিলেন প্রায় ৩০০ জন। বিকেল পৌনে ৩টায় মা ও ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে হেলিকপ্টারে চড়ে শ্বশুরালয়ে রওনা হন নাছির। সেখানে পৌঁছে মাত্র এক ঘন্টার মধ্যেই সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে কনেকে নিয়ে ফিরে আসেন পিত্রালয়ে। একজন ইউনিয়ন ছাত্রলীগ নেতা হয়ে হেলিকপ্টারে চড়ে বিয়ের বিষয়টি এলাকায় বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কুমিল্লার লালমাই উপজেলার দুতিয়াপুর গ্রামের মৃত আবদুল মান্নানের ছেলে ও বাঘমারা উত্তর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি নাছির উদ্দিন মির্জা বুধবার বিয়ে করেছেন পার্শ্ববর্তী বরুড়া উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামের আবদুল মান্নানের কন্যা জান্নাতুল মাওয়া প্রিয়াকে।

দুতিয়াপুর থেকে চন্ডিপুরের দূরত্ব মাত্র দুই কিলোমিটার। কিন্তু সামান্য এ পথ পাড়ি দিতেই বর নাছির উদ্দিন মির্জা ভাড়া করে এনেছেন হেলিকপ্টার। বিকেল পৌনে ৩টায় মা ও ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে হেলিকপ্টারে চড়ে শ্বশুরালয়ে পৌঁছান নাছির। এক ঘন্টার মধ্যেই বিয়ের সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে কনেকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসেন পিত্রালয়ে।

বিয়ের অনুষ্ঠানের যাত্রী ও বাঘমারা উত্তর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সহ সভাপতি ফজলে রাব্বী বলেন, ‘শখের বসেই হেলিকপ্টারটি ভাড়া করে আনা হয়েছে। বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়ির দূরত্ব তো অনেক কম। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ করা হয়েছে। বর তার মা ও ভাইকে নিয়ে কনের বাড়িতে গেছেন।’

তিনি বলেন, ‘বিয়েতে বরযাত্রী ছিল প্রায় ৩০০। বর হেলিকপ্টারে গেছেন, আমরা মাইক্রো আর বাইকে গেছি। বৃহস্পতিবার বৌ-ভাত অনুষ্ঠিত হবে। বিয়েতে উকিল হয়েছেন সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সারওয়ার।’

জানতে চাইলে সদর দক্ষিণ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আয়াত উল্লাহ জানান, ‘হেলিকপ্টারে চড়ে বিয়ের বিষয়টি আমি শুনেছি। ফেসবুকেও দেখিছি। তবে নাছিরের বিয়েতে আমি দাওয়াত পাইনি।’

ছাত্রলীগ নেতার হেলিকপ্টারে চড়ে বিয়ে নিয়ে সমালোচনার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আলোচনা-সমালোচনা তো একটু হবেই।’

সূত্র: কালের কণ্ঠ

নতুন কমিটি না হওয়ায় সাংগঠনিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে

কমিটি বিলুপ্ত ঘোষনার ৬ মাস পেরিয়ে গেলেও মেহেরপুর সরকারি কলেজ ও মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজ ছাত্রলীগের কমিটি দেওয়া হয়নি। এছাড়া গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটির মেয়াদও শেষ হয়েছে।

ফলে সাংগঠনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আসছে না বলে মন্তব্য করেছে ছাত্রলীগ নেতারা। তবে চলতি মাসেই নতুন কমিটির দেওয়ার আশ্বাস দিলেন জেলা কমিটির সভাপতি-সম্পাদক।

জানা গেছে, চলতি বছরের জুলাই মাসে ২২ তারিখে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ও একই মাসের ৩০ তারিখে মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজ ছাত্রলীগের আগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষনা করে জেলা ছাত্রলীগ।

কলেজ ছাত্রলীগকে আরও গতিশীল ও সুসংগঠিত করার জন্য নতুন কমিটির বিকল্প নেই বলে মনে করছেন কলেজ ছাত্রলীগ নেতারা।
মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি প্রার্থী আদিপ হোসেন আসিফ বলেন, কমিটি ছাড়া সংগঠন সঠিকভাবে চলতে পারে না। মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের আগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষনা করা হয়েছে কয়েক মাস আগেই। এখনো নতুন কমিটি দেওয়া হয়নি। দলকে আরও গতিশীল করতে নতুন কমিটির বিকল্প নেই।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী দুলাল মাহমুদ বলেন, কমিটি না থাকায় আমরা কোন রাজনৈতিক প্রোগ্রাম করতে পারি না। প্রোগ্রাম করতে গেলে

সকলের অংশগ্রহন হয়না। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। আমরা চাই আমরা একটি শিকলে আবদ্ধ থাকতে। সে জন্য প্রয়োজন কমিটি। আমরা জেলা কমিটির কাছে আহবান জানাচ্ছি যত তাড়াদাড়ি সম্ভব সকল মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি নতুন করে দেওয়া হোক।
এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক ছাত্রলীগ নেতা জানিয়েছেন, কলেজ শাখা কমিটির জন্য আদিপ হোসেন আসিফ ছাড়া কাউকেই সভাপতি পদে প্রাথর্ ◌িদেওয়া হয়নি। তবে সাধারণ সম্পাদক পদে অনেকেই প্রার্থী হয়েছেন।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাসির জামান মৃদুল এ বিষয়ে বলেন, মেয়াদ শেষ হওয়া সকল কমিটি চলতি মাসেই দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। গাংনী সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের কমিটি সম্পর্কে তিনি বলেন, এই কমিটির মেয়াদ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কমিটির সাথে আলোচনা করে গাংনীতেও নতুন কমিটি দেওয়া হবে। আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম থেকেই আশা করছি সব ইউনিটে নতুন কমিটি দায়িত্ব পালন করবে।

জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন বলেন, আপনারা জানেন কেন্দ্রীয় কমিটি নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছে। আগের সভাপতি-সম্পাদককে বহিষ্কার করা হয়েছে। এজন্য আমাদের বেশ কয়েকটি মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি দেওয়া হয়নি। আমরা বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে যোগাযোগ করেছি। তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী আওয়ামীলীগের জাতীয় সম্মেলনের পরেই সবকটি মেয়াদ শেষ হওয়া কমিটিতে নতুন কমিটি দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ও মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজ শাখা ছাত্রলীগের নতুন কমিটি দেওয়ার জন্য প্রার্থীদের জীবন-বৃত্তান্ত নেওয়া হয়েছে। এগুলো যাচাই বাছাই করে স্থানীয় নেতাদের সাথে আলোচনা করে নতুন কমিটি ঘোষনা করা হবে।

- মর্তুজা ফারুক রুপক

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ৩২

নেতাকে অব্যাহতি

গঠনতন্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় ও বিভিন্নভাবে বিতর্কিত ছাত্রলীগের ৩২ কেন্দ্রীয় নেতাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২১ জনকে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে ও ১১ জনকে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অব্যাহতি দেয়া হয়।

মঙ্গলবার রাতে ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য দেয়া হয়। শিগগির শূন্য পদগুলো পূরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি।

আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অব্যাহতি পাওয়া ছাত্রলীগ নেতারা হলেন-সহসভাপতি : এসএম তৌফিকুল হাসান সাগর, আমিনুল ইসলাম বুলবুল, বিএম শাহরিয়ার হাসান, হাফিজুর রহমান, এসএম হাসান আতিক; স্বাস্থ্য সম্পাদক: শাহারিয়ার ফেরদৌস; উপস্বাস্থ্য সম্পাদক: রাতুল সিকদার, শাফিউল সাজিব; উপপ্রচার সম্পাদক: সিজাদ আরেফিন শাওন; উপপাঠাগার সম্পাদক: রুশী চৌধুরী; সহসম্পাদক আঞ্জুমানারা অনু।

গঠনতন্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা অব্যাহতি পাওয়া নেতারা হলেন- সহসভাপতি: তানজিল ভুঁইয়া তানভির, আরেফিন সিদ্দিক সুজন, আতিকুর রহমান খান, বরকত হোসেন হাওলাদার, শাহরিয়ার কবির বিদ্যুৎ, সাদিক খান, সোহানী হাসান তিথী, মুনমুন নাহার বৈশাখী, আবু সাঈদ (সাস্ট), রুহুল আমিন, রাকিব উদ্দিন, সোহেল রানা, ইসমাইল হোসেন তপু; দফতর সম্পাদক: আহসান হাবীব; ধর্ম সম্পাদক: তাজউদ্দীন; উপদফতর সম্পাদক: মমিন শাহরিয়ার, মাহমুদ আবদুল্লাহ বিন মুন্সী; উপসাংস্কৃতিক সম্পাদক: বিএম লিপি আক্তার, আফরিন লাবণী; সহ-সম্পাদক: সামিয়া সরকার, রনি চৌধুরী।
সূত্র: যুগান্তর

গাংনীতে বুয়েট ছাত্র আবরার হত্যার প্রতিবাদে ছাত্রলীগের শোক র্যালি

বুয়েট ছাত্র আবরাব হত্যার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে গাংনীতে শোক র্যালি করেছে ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টায় গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ থেকে গাংনী পৌর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এ শোক র্যালি বের হয়ে গাংনী বাজার বাস স্টান্ডে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে এক পথসভার আয়োজন করা হয়। গাংনী পৌর ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক ওয়ালিদ আল যাবির প্লাবনের সভাপতিত্বে ও গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ন সাধারন সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিকের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি ফিরোজ আহমেদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফ হাসান কৌশিক।

এ সময় অন্যান্যদের মাধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা সহ-সভাপতি হুমায়ন কবির লিখন, সহ-সভাপতি সাইদ আনোয়ার জয়, ছাত্রবৃত্তি সম্পাদক হিরোক খান, উপজেলা বঙ্গবন্ধু ছাত্রফেডারেশনের সভাপতি জামিরুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক তুহিন রেজা প্রমুখ।
— নিজম্ব প্রতিনিধি

প্রকাশ্যে ঘুরলেও আসামীরা অধরা

!

ছাত্রলীগ নেতা তুষার ইমরান হত্যা চেষ্টার ৬ দিন পার হলেও আটক হয়নি কেউই। এলাকাবাসীর অভিযোগ আসামীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশের ধরা ছোয়ার বাইরে । একজন ছাত্রলীগ নেতাকে হত্যা চেষ্টার আসামীরা কিভাবে প্রকাশ্যে ঘুরতে পারে এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে জনমনে।

তার হাতে থাকা ছিপদা দ্বারা আমার বাম পায়ে হাটুর নিচে কোপ মারিয়া হক কাটা রক্তাক্ত জখম হয়। আমি মাটিতে পড়িয়া গেলে ৫-৭নং আসামীরা তাদের হাতে থাকা বাশের লাঠি দ্বারা ফোলা, ছেচা, কালশিরা জখম করে এবং সকল আসামীরা আমাকে উপর্যুক্ত ভাবে কুপাইয়া আমার শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারাত্বক জখম কারিয়া দেয়। ধারালো অস্ত্রের আঘাত আমার মাথায় ২০ (বিশ) টি সেলাই হয় এবং আমার সারা শরীরে কালশিরা ফোলা দাগযুক্ত জখম হয়। সাক্ষীরা ঠেকাইতে আসিলে আসামীরা তাদেরকেও এলোপাতাড়ী মারপিট করে। আমি নিথর হইয়া মাটিতে পড়িয়া থাকিলে আসামীরা চলিয়া যায়। আসামীগের তান্ডবের ফলে এবং তাদের হাতে ধরালো অস্ত্র থাকার কারনে এলাকার লোকজন আসামীদের সামনে আসতে সাহস পায় না। আসামিরা চালে গেলে তারা উদ্ধার করিয়া মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। আমি এখনও হাসপাতালে ভর্তি থাকিয়া চিকিৎসাররত আছি।

এ বিষয়ে মামলার দায়িত্ব প্রাপ্ত এসআই মোস্তফা বলেন, আসামী আটকের অভিযান অব্যাহত আছে। আমরা আশা করছি সব আসামীদের দ্রুত আটক করা হবে।